দৈনিক বাংলা

102

তারিখ ১৭।১।৮১
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক

নয়ন রহমান

প্রাচীনকালে অনেক রাজা বাদশার দরবার অলংকৃত করে থাকতেন গুণী কবি ও শিল্পীবৃন্দ। বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' সভার কথা আমরা অনেকেই অবগত আছি। মোগল সম্রাটদের রাজ-দরবারেও শিল্পী কবি সাহিত্যিকদের সমাবেশ ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রতিভার লালন সুস্থ ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশেই সম্ভব। অনাদরে, অবহেলায় অনেক প্রতিভা অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যায়. আবার রাজরোষেও অনেক প্রতিভা ভস্ম হয়ে যায়—সে সব ইতিহাসের কথা হলেও ইতিহাস বার বার আমাদের কাছে ফিরে আসে—অর্থাৎ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আমরা সাধারণ মানুষ মুক্ত বুদ্ধির চর্চায় যাঁরা নিবেদিত, তাঁদের প্রতি সম্ভ্রমে অবনত। অবশ্য তাঁদের ধ্যান-ধারণা কখনও কখনও প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানে। আঘাতে আঘাতেই সৃষ্টি হয় নতুন কিছু।

বাংলাদেশের সাহিত্যাকাশে বেশ কিছুসংখ্যক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। চিন্তাধারার বিভিন্নতার জন্য কখনও কখনও এই সব নক্ষত্রের আলো আড়াল করে রাখার প্রয়াস চলেছে। তবে এ কথা চিরন্তন সত্য যে, কোন প্রতিভা এক যুগে কোন কারণে স্বীকৃত না হলেও অন্য যুগে, অন্য সময়ে স্বীকৃত হয়েই থাকে। স্বীকৃত এ সম্মান প্রদর্শনের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। নগদ অর্থ, স্বর্ণপদক বা রৌপ্যপদক, সাহিত্যপদক, উপাধি—ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে শিল্পী বা সাহিত্যিকদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ জন্ম-লগ্ন থেকে সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের সম্মানে ভূষিত করার জন্য 'বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য-পদক' প্রবর্তনের কথা চিন্তা করেছে। নানা কারণে এই সাহিত্য পদক প্রবর্তনে কিছুটা দেরী হলেও ১৯৭৯ সনের ১৭ই ডিসেম্বর লেখিকা সংঘের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই সাহিত্য পদক প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৮০ সনের ১৭ই ডিসেম্বর তিনজন প্রখ্যাত সাহিত্যিককে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পদক প্রদান করা হয়। লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক যাঁরা পেলেন তাঁরা হলেন—উপন্যাসে—রাবেয়া খাতুন, কবিতায়—কবি আল-মাহমুদ, প্রবন্ধে ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে বাংলা সাহিত্যের অবয়ব পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন নিঃসন্দেহে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র পঞ্চাশ দশক থেকে সাহিত্যাকাশে যাঁদের উল্লেখযোগ্য আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায় নাটকে ও প্রবন্ধে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের সাহিত্য পদক প্রদানের কথা বলা হলেও, পরে সুচিন্তিতভাবে চল্লিশ দশকের কিছু পূর্ব থেকে যাঁরা সাহিত্য সাধনা শুরু করেছেন এবং আধুনিকদের অগ্রজ হিসেবে গণ্য হচ্ছেন, তাঁদের সাহিত্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এই পরিকল্পনা নেয়া হয় এই কারণে যেন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে পারি।

বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ ১৯৭৩ সনের ১৭ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশের সাহিত্যাঙ্গনে মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাব অনেক দিক দিয়েই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লেখিকাদের মধ্যে চেনা-জানা ও ভাব-বিনিময়ের একটি কেন্দ্র হিসেবে লেখিকা সংঘ গড়ে উঠেছে। এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। সাহিত্যিকদের আলাদা কোন জাত নেই—স্ত্রী-পুরুষ বলে পার্থক্য নেই একথা স্বীকার করেই লেখিকা সংঘ সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টি—তা' যদি কালের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়ে উত্তীর্ণ হয় তবে তা কে সৃষ্টি করেছেন তিনি স্ত্রী কি পুরুষ—সেটা কখনও বিচার্য নয়, বিচার্য লেখার মান ও জন-প্রিয়তা। লেখিকা সংঘ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কোন বিপ্লবী প্রচারণা বা স্লোগান নয়, নয় সাহিত্যাঙ্গনে কোন নারী-স্থান সৃষ্টির স্বপ্ন। বরং এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিকূলতার আশ্চর্য সম্ভাবনাময় প্রতিভার লালনে কিছুটা সহায়তা করাই এর উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক প্রদানে কতকগুলো নীতিমালা

(৩-এর পৃঃ পর)

মেনে চলার কথা উল্লেখ করেছে। প্রথমতঃ এই পদক স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

দ্বিতীয়ত সাহিত্যের তিনটি শাখায়, যথা—ছোট গল্প অথবা উপন্যাস, প্রবন্ধ বা নাটক এবং কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে তিনটি সাহিত্য-পদক দেয়া হবে।

তৃতীয়ত সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম বিচারকালে অগ্রজ সাহিত্যিকদের প্রাধান্য অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠতার প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে।

চতুর্থতঃ একটি মনোনয়ন কমিটির দ্বারা প্রার্থী বাছাই করা হবে। মনোনয়ন কমিটি একজন গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার বা নাট্যকার এবং একজন কবি সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটির চেয়ারম্যান বাংলাদেশের প্রথিতযশা একজন সাহিত্যিক হবেন। সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতি গ্রহণ করা হবে।

পুরস্কৃত হওয়া সব সময়েই আনন্দের এবং গর্বের, শিল্পী-সাহিত্যিকরা স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল মনের অধিকারী। তাঁদের সাহিত্য কর্মের যথার্থ মূল্যায়ন তাঁরা কামনা করেন। তবে মূল্যায়ন পুরস্কারের মাধ্যমেই কেবল নিরূপিত হয় না। পাঠকের হৃদয় জয় করা, পাঠককুলে নন্দিত হওয়া, দেশ ও জাতির জন্য কিছু উজ্জ্বল সাহিত্য হীরা-পান্না-চুন্নী দান করার মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে সাহিত্যিকের আত্মতৃপ্তি ও সম্মান।

১৯৮০ সনে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক যাঁরা পেলেন তাঁদের নাম গত ১৭ই ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়েছে। এঁরা হলেন, কবিতায়—কবি আহসান হাবীব, প্রবন্ধে—ডঃ আহমদ শরীফ এবং ছোট গল্পে রাজিয়া মাহবুব।

এই সাহিত্য পদক ১৯৮১ সনের ১৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদান করা হবে। কালের কপোলতলে এক বিন্দু জলের মত বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের এই সামান্য উপহার কৃতী সাহিত্যিকদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার্ঘ মাত্র।